শস্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষা

১) কি করণীয়

গ্রীষ্মের শুরুতে জমি কর্ষন করে রেখে দিন এতে মাটির রোগপোকা অনেকাংশে কমে যাবে।

আলোক ফাঁদ এবং আঁঠালো ফাঁদ ব্যবহার করুন । এতে পোকার তীব্রতা অনুধাবন করা যাবে।

বন্ধু পোকার ব্যবহার করুন।

জৈবিক এবং নীম জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করুন।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাপনায় ফসলের রোগপোকা দমন করা না গেলে কেবলমাত্র তখনই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করুন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি মেনে চলুন।

ক) রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করার সময় সব রকমের নিরাপত্তা অবলম্বন করুন।

খ) যখন ঔষধ স্প্রে করার সময় মুখোশ এবং দস্তানা ব্যবহার করবেন।

গ) হাওয়ার বিপরীতে ঔষধ স্প্রে করবেন না।

ঘ) রাসায়নিক সার, কৃষি ঔষধ, বীজ ও তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তালা বন্ধ ঘরে রাখুন যাতে করে এইসব জিনিষ শিশু এবং পোষ্যদের সংস্পর্শে না আসে ।

ঙ) কৃষি বিষ ক্রয় করার সময় প্যাকিং এবং কার্যকারিতা সময় দেখে নিন।

চ) কোন কৃষি ঔষধের বিষক্রিয়া হলে অতিসত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং খালিপাত্র সঙ্গে তথ্যাবলী সংক্রান্ত পুস্তিকাটিও দেখান।

২) কি সুযোগ পেতে পারেন —

ক্রমিক নং	অনুদানের বিবরণ	অনুদান পরিমাণ	প্রকল্প
১)	উদ্ভিদ কীটনাশক বিতরণ	৫০০ টাকা অথবা দামের ৫০% যেটা কম	NFSM
২)	আগাছা নাশক	,,	,,
৩)	জৈব কীটনাশক বিতরণ	৫০০ টাকা / হেক্টার অথবা ৫০% যেটা কম	,,
৪)	ফসল কাটার পর বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা—		
	ক) পেক হাউস নির্মাণ	২,০০,০০০ টাকা	,,
	খ) সংরক্ষণ ঘর উন্নতিকরণ	৫০,০০০ টাকা	,,

৩। কোথায় পাবেন —

১) গ্রাম সেবক কেন্দ্র, আঞ্চলিক কৃষি আধিকারিক অফিস, মহকুমা কৃষি আধিকারিক অফিস এবং জেলা কৃষি আধিকারিক অফিস । ২) Website কৃষি বিভাগ Web link agritripura.govt.in ৩) কিষান কল সেন্টার (বিনামূল্যে) ১৫৫১